

মৃত্যুর গহীন গহ্বরে বাংলাদেশের মানুষ॥

একটি সংবাদ হাজার প্রশ্ন

সদেরা সূজন

সবুজ বনানীঘেরা, সোনালী ধান রূপালী পাট আর গার্মেন্টসের বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি। শৈশব থেকে কৈশোরে, যৌবনের হাজার স্মৃতিঘেরা বর্ষার কাদামাখা মাটি আর চৈত্রের দাবদাহে শরীর জ্বালিয়ে জীবন কাটিয়েছি ধর্মবর্ণ সুপ্রীতি নিয়ে দু'যুগ। যে মাটি ও মানুষের সঙ্গে রয়েছে হৃদয়ের সম্পর্ক। সে মাটি আর মানুষ কি কখনো ভোলা যায় আমৃত্যু, যতই থাকি না কেন দূর বহুদূরে। কিন্তু আজ কি হচ্ছে স্বদেশে, জন্মভূমিতে? সেটা কি বলার আমার অধিকার নেই? সেই দেশতো সবার, মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলের। বাংলাদেশের সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় সংগ্রামে উৎফুল্লে আমাদেরও বলার আছে। ১২ কোটি মানুষের দেশ। গ্রামের সরল কৃষক, সংগ্রামী শ্রমিক, যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, সাহসী যুবা, অগ্নিস্ফুলিঞ্জের মতো আকাশ পানে উঠা হাত ছাত্র কখনো ছায়নি সেটা ধর্ম ভিত্তিক কোন দেশ হোক। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখানেই সেই দেশকে কিছু উশ্জ্বল ক্ষমতালোভি স্বার্থপর ধর্মব্যবসায়ী দেশটাকে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করে ধর্মকে মানুষের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে যা সরল বিশ্বাসে ধর্মভিরু মানুষের কাছ থেকে তা কখনো ফেরানো যাবে না। সন্ত্রাসে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ। মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি রোমন্থন আলামত নিষিদ্ধ, শহীদ মিনারও নিষিদ্ধ আর ত্রাসিত হয় দানব শাসনে। জাতীয় জীবনে রোগু-অনৈতিক-অসুস্থ-অসত্য-পেশী শক্তির জয়জয়কারে কম্পিত নিরব নিস্তব্দ জনারন্য। স্তব্দ বাক স্বাধীনতা। সামাজিক কায়দায় কারা রুদ্ধ সুশীল সমাজ। নিগূহীত সংবাদপত্র সাংবাদিকরা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখন ফেরারী। স্বাধীনতা বিরোধী দাপটে কম্পমান মানচিত্রের বদ্বীপ। কোথায় যেন কি হয়ে গেলে রাতারাতি বাংলার মানুষ বোঝাবে আগেই।

কি ছিলো বাংলাদেশ আর কি হয়ে গেলো। ব্যবধান মাত্র ক'টি মাস। কত রাতারাতি বদলে গেলো বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশ মানেই সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, দখল, আর ধর্ষনের দেশ। বাংলাদেশের বাতাসে ওড়ছে এখন মামুষের আতঙ্কনন্দ। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে এখন বাংলাদেশ। জ্বলছে বিবেক। জ্বলছে মনুষ্যত্ব। জ্বলছে মানবতা। চারদলীয় জোট নামের সন্ত্রাসীর উত্থাপাতে উত্থাপীড়ণে অতিষ্ঠ ও অস্তির দেশের সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ মানেই ক্রাইম জেন। বাংলাদেশ মানেই ভীতির রাজ্য। কী তাড়াতাড়ি বদলে গেলো আলোকিত বদ্বীপ, অশ্লীলচরিত্র এক বিভীষিকাময় সময়ের সাইক্লোন চলছে এখন বাংলাদেশের মানুষের ওপর দিয়ে। সেখানে এখন প্রানের মূল্য নেই। নারীর ইজ্জতের কোন গ্যারান্টি নেই। হায়নারা উত্থাপেতে বসে থাকে পথে পথে। বাংলাদেশ মানেই ধর্ষণ, খুন, লুটেরা আর দখলদারীর দেশ। মনে হয় যেন সেখানে প্রশাসন আছে নামে, কার্য নেই, প্রশাসন মানেই বিএনপির অঙ্গসংগঠন, পুলিশ মানেই সরকার দলীয় ক্যাডার। মাত্র প্রতিদিনের পত্রিকাগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণে কত বিভীষিকাময় সংবাদ। বাংলাদেশের প্রায় ৮/১০টি বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় দৈনিকে তা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি সংবাদই লোমহর্ষক। বেদনাদায়ক। প্রতিটি ঘটনার নায়ক বর্তমান সরকার তথা চারদলীয় জোটের বিশেষ করে বিএনপি এবং জামাতের নেতা কর্মী।

গত ২৬ ও ২৭ মে ২০০৩ বাংলাদেশের প্রথম শ্রেনীর জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোতে পর পর দু'দিনে একই রকমের সংবাদ ছাপা হয়েছে এবং সম্পাদকীয়তেও লেখা হয়েছে। আমরা প্রবাসে বসবাস করলেও সংবাদটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে বিশেষ করে যাদের আত্মীয়-স্বজন দেশে বসবাস করছে। প্রতিদিন লর্ডস্টেন্সের ফোন বেঁজে উঠলে এক অজানা শঙ্কায় প্রাণ কেঁপে উঠে, এই বুঝি দেশ থেকে কোন দুসংবাদ এলো। ২৬ মে প্রকাশিত সেই সংবাদটি ছিলো সারা দেশের ৫৫ হাজার দাগী আসামীকে সরকার ছেড়ে দিচ্ছে। এরা সবাই জোট সরকারের দলীয় ক্যাডার কিংবা সদস্য। এদের অধীকাংশই খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি- জমি দখল- নির্যাতন-শিশু অপহরণসহ একাধিক মামলার আসামী। রাজনৈতিক নাম নিয়ে এদেরকে সরকার ছেড়ে দিচ্ছে। পাঠক বুঝুন কি চলছে বাংলাদেশে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে হত্যা-অস্ত্র-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ-বোমাবাজিসহ বিভিন্ন রকমের গুরুতর ফৌজদারী মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। এসব সন্ত্রাসীরা এসব মামলা থেকে বিনা বিচারে রেহাই পেয়ে আরো বেশী করে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, ফলে এর জন্য কারা দায়ী সরকার নয় কী? প্রতিদিনের বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ পড়লে বোঝা যায় কি হচ্ছে বাংলাদেশে। প্রতিদিন ১০/২০টি খুন, ডজন ডজন ধর্ষণ। গণহারে ডাকাতি-রাহাজানি নারী নির্যাতন। মানুষের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই। যে মানুষ ঘর থেকে বের হয় সে আর ঘরে ফিরে আসবে কি না কেউ বলতে পারে না। গত ২০ মাসে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে আইনশৃঙ্খলার অবগতি ঘটেছে সেভাবে দেশ স্বাধীন হবার পর আর কখনো হয়নি। বিভিন্ন সংস্থার ডকুমেন্টেশন, প্রেস ও গবেষণা বিভাগ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সরকারের দুই বছর পূর্তির পূর্বেই ৩৫ হাজারেরও বেশী মানুষ খুন হয়েছে, ১০ হাজারেরও বেশী নারী ধর্ষণসহ নির্যাতন

হয়েছে। ৪০৫ জন সাংবাদিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। সরকার সন্ত্রাস নির্মূলের বড় বড় গর্জন করলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং আন্তরিকতা যে নেই তারই প্রমাণ ৫৫ হাজার খুনী-ধর্ষক সন্ত্রাসীদের বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়া। এখন বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নেই। কতো বিচিত্র রকমের রোমহর্ষক খুন-ধর্ষণ চলছে যা সম্ভবত এই মুহূর্তে পৃথিবীর আর কোথাও হচ্ছে কি না সন্দেহ। বাংলাদেশে এখন মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই। বিচারের বাণী নিরভে নিভূতে কাঁদছে। সন্ত্রাসীরা এতই শক্তিশালী যে তাবৎ দেশটা এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে।

দেখা যায় খুন ধর্ষণসহ বিভিন্ন রকমের মারাত্মক অপরাধের আসামীরা মন্ত্রীদের বাসায় আশ্রয় নিচ্ছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারীরা তাদেরকে ধরতে পারছেন না। এছাড়াও বিচারবিভাগ নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, ফলে মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। এইতো ক'মাস পূর্বে সন্ত্রাস নির্মূলের নামে অপারেশন ক্লিন হাট নামে সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীরা হত্যা করলো অথচো সন্ত্রাসীরা বহাল তবিয়তে ব্যাপক ধাপটে রয়ে গেল। অথচো যারা সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হলো তাদের হত্যার বিচার রহিত করে সরকার ইনডেমনিটি নামে কালো আইন তৈরী করলো। কি বিচিত্র এ দেশ কি বিচিত্রইনা এ দেশের সরকার। প্রতিদিন শুল্ল মৃত্যুর বহর বেড়েই চলছে।

মুক্তিযোদ্ধারা চাকুরীচ্যুত হচ্ছে বিনা কারণে, মুক্তিযোদ্ধে যোগ দেওয়ার অপরাধে, বাংলাদেশ সৃষ্টির অপরাধে তারা অপমানিত হচ্ছে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ইতিহাস বিকৃতি চলছে নিলজ্জভাবে। এমন বিকৃতি আর কখনও হয়নি স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস আবারো আস্তাকুড়ে ফেলে এক সেক্টর কমান্ডারকে স্বাধীনতার ঘোষক আর স্থপতি বানানোর চেষ্টা হচ্ছে?

কোন ধরনের দুঃশাসন চলছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় দেশে এখন চলছে কৃষ্ণপক্ষ আর সাধারণ মানুষ বলছে হিটলারী কায়দায় বর্বরতা। খুনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যাবেনা। সুশীল সমাজের প্রতিবাদের স্থান শহীদ মিনার অবরুদ্ধ করে রাখে মৌলবাদী দানবরা।

মনে হয় যেন দেশটা এখন একটা মগের মুল্লুক। যারা আইয়ুব-মোমেন-জিয়া-এরশাদেন সামরিক দুঃশাসন দেখেছেন তাড়াও বলতে পারবেন না বর্তমান দেশে যা চলছে সেরকম দুঃশাসন আর কেউ কখনো দেখেননি। সরকার দলীয় ক্যাডার সন্ত্রাসীর হাতে সারা দেশের মানুষ এখন জিম্মী। প্রতি দিনই দেশের কোন না কোন স্থানে ছবি রানীর নারীরা নির্যাতিত নিগৃহিত হয়ে হচ্ছে। ছবি রানীরাই এখন বাংলাদেশের আসল ছবি। দেশে সরকার আছে ঠিকই তবে মনে হয় যেন প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা-বিচার-মানবতা-মনুষ্যিত্ব বলতে কিছুই নেই। কাডারীবিহীন নৌকার মত এক উদ্ধোট উটের পিছনে চলছে স্বদেশ। সরকার ত্রোধ হিংস্রতা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে। মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশের মানুষ।

যারা আইয়ুব মোমেন মিয়া এরশাদের সামরিক দুঃশাসন দেখেছেন তাড়াও বলতে পারবেন না বর্তমানে দেশে যা চলছে সে রকম দুঃশাসন দেখেছেন বলে। যারা নিয়মিত ইন্টারনেট দেখেন তারাও বলতে পারবেন দেশে কি হচ্ছে।

নদীতে লঞ্চ ডুবে ভেসে যায় লাশের বহর, ডেঙ্গুতে মরছে মানবকুল, সন্ত্রাসীর হাতে প্রাণ হারাচ্ছে শিশু আবাল বৃদ্ধ বনিতা, পঞ্জু হচ্ছে হাজার হাজার, মৌলবাদীদের বোমায় ক্ষতবিক্ষত সভ্যতা, মসজিদ-মন্দিরে ভিতরেও লাশ হচ্ছে আদম সন্তান এ অবাক দেশ। তাবৎ বিশ্বের কোথাও খুজে পাওয়া যাবেনা এমন বর্বর ঘটনার খবর। বাংলাদেশের নারীকুলের সম্রম হারিয়ে সভ্যতা এখন কালো মেঘে ঢাকা। খুন-ধর্ষক আর মৌলবাদীদের নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, হিংস্রতার অদ্ভুত অবর্ণনীয় দুঃসময়ের মুখোমুখি বাংলাদেশের অসহায় মানুষ ভীত-বিস্মিত হয়ে কতদিন আর কতকাল থাকতে হবে? আর কতো চলবে লাশের মিছিল এই মৃত্যুর গহীন গহ্বরে?